বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি

সম্পাদনা
ফিলিপ গাইন ও পার্থ শঙ্কর সাহা

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি

সম্পাদনা
ফিলিপ গাইন ও পার্থ শঙ্কর সাহা

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
৪/৪/১(বি)(৪র্থ তলা) ব্লক-এ, লালমাটিয়া ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৯১২১৩৮৫ ফ্যাক্স: ৯১২৫৭৬৪
ই-মেইল: sehd@citechco.net
ওয়েব পেজ: www.sehd.org

প্রকাশকাল: ২০০৭

আইএসবিএন: ৯৮৪-৭০০৬৮-০০০০-০
ISBN: 984-70068-0000-0

স্বত্ব: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে পর্যালোচনা বা প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কোনো লেখার আংশিক বা সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ অথবা অন্য কোনোভাবে সংরক্ষণ বা প্রকাশনার জন্য অবশ্যই স্বত্বাধিকারীর লিখিত পূর্বানুমতি নিতে হবে।

প্রচ্ছদ ও vi, ৯, ১০, ২৬, ২৭, ৩২, ৩৯, ৪০, ৪৭ (উপর), ৪৮, ৫৮, ৫৯, ৭৯, ৮০, ৮৬, ৯০ (নিচ), ১২৫ (নিচ), ১৩২ (নিচ) পৃষ্ঠার ছবি: ফিলিপ গাইন

৪৭ (নিচ), ৯০ (উপর), ৯১ (উপর) ৯১ (উপর), ১২৫ (উপর), ১৩২ (উপর), ১৫২ (উপর) পৃষ্ঠার ছবি: মহিদুল হক

প্রচ্ছদ: গৌতম চক্রবর্তী
কম্পোজ ও পৃষ্ঠাসজ্জা: লাকী রুগা
মুদ্রক: দি ক্যাড সিস্টেম
মূল্য: ২০০ টাকা US$10

Bangladesher Khudra Jatishattar Sangskriti (Culture of Small Ethnic Communities of Bangladesh) is compilation of write-ups on cultural world of small ethnic communities. It also presents insightful reports on the Adivasi cultural programs implemented by SEHD. Edited by Philip Gain and Partha Shankar Saha, the book is published by Society for Environment and Human Development (SEHD), Dhaka, Bangladesh. The book is first published in 2007. Price:Tk.200 US$10.

সূচি

ভূমিকা iv

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অধিকার ও বাঙালি সংস্কৃতির শেকড় সন্ধান ১
রাজা দেবাশীষ রায়

আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ভুবন ১১
মিজানুর রহমান

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষা এবং অস্তিত্বের সংগ্রাম ৩৩
রফিকুল ইসলাম

আদিবাসীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ৪১
ব্রাদার জার্লাদ ডি'সুজা

বাংলাদেশের আদিবাসী সংস্কৃতির খন্ডচিত্র ৪৯
পার্থ শঙ্কর সাহা

আদিবাসী ও বাঙালির নিবিড় সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং ঐক্য সৃষ্টির কর্মসূচি ৮১
পার্থ শঙ্কর সাহা

আদিবাসী সাংস্কৃতিক উৎসব ২০০৫: আদিবাসী বাঙালির মিলন মেলা ৮৭
আরাফাত আরা ও সাইদা সানী

আদিবাসী সাংস্কৃতিক উৎসব ২০০৬: বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সন্ধানে আদিবাসী-বাঙালির মিলনমেলা ৯৯
প্রিসিলা রাজ, পার্থ শঙ্কর সাহা, লুসিল সরকার, অনিন্দিতা দত্ত ও শেখর কান্তি রায়

মিলন ও সহযোগিতার অঙ্গীকারে আদিবাসী সাংস্কৃতিক উৎসব ২০০৭ ১২৭
পার্থ শঙ্কর সাহা

আদিবাসী সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নিয়ে আবাসিক কর্মশালা ১৩৩
এস. এম. আখতারুজ্জামান, শেখর কান্তি রায় ও পার্থ শঙ্কর সাহা

ছবির পরিচিতি ১৫৩

ভূমিকা

এ বই আদিবাসীদের সংস্কৃতি নিয়ে। আদিবাসী সংস্কৃতি বলতে আমরা এখানে বুঝাচ্ছি বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির বাইরে যেসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ রয়েছে তাদের সংস্কৃতিকে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তর-পশ্চিমের জেলাসমূহ, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, উত্তর-মধ্যাঞ্চলের টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ এবং পটুয়াখালী-বরগুনা জেলাসমূহে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাংস্কৃতিক ভূবন খুবই বৈচিত্র্যময়। এদের ভাষাবৈচিত্র্য, সাহিত্য, নাচ-গান, জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস, শিক্ষা, ঐতিহ্য, ইতিহাস, জ্ঞান-প্রযুক্তি ইত্যাদি বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশে যে বৈচিত্র্য যোগ করে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক ভাষাবিজ্ঞানী এবং সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ বলেন ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের অনেক ভাষা বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। বাঙালির নাচ-গান এবং জীবন যাপনের অনেক কিছুর শেকড় আদিবাসীর সংস্কৃতির মধ্যে প্রথিত।

অজ্ঞতাবশত বা কখনো কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাংস্কৃতিক ভূবনকে আমরা ভীষণভাবে অবহেলা করি। এই অবহেলার প্রতিফলন ঘটে তাদের প্রতি নানা অন্যায়-অবিচার এবং অনাচারের মধ্য দিয়ে। যে বাঙালি রক্তাক্ত সংগ্রাম করে তাদের ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং দেশ স্বাধীন করেছে তারা কী করে তারই প্রতিবেশীর ভাষা-সংস্কৃতি ও মর্যাদায় আঘাত করতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন। তবে বাস্তবতা হলো বাঙালিদের অধিকাংশ ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহ সম্পর্কে খুব কম জানেন। তার উপর বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক এবং বিভিন্ন বই-পুস্তকে আদিবাসীর যে ছবি আঁকা হয়েছে তা মোটেও পূর্ণাঙ্গ নয়। অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর। কীভাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জানবে এবং বুঝবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের তাৎপর্য? কীভাবে তারা সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হবে এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ভূবনের প্রতি? এসব প্রশ্নের উত্তর মেলা কঠিন। তবে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের মানুষ, তাদের সংস্কৃতি এবং জীবনযাপন সম্পর্কে জানার ও বুঝার কিছু সুযোগ যদি তৈরি হয় তবে বাঙালির মনে এদের সম্পর্কে বিভ্রান্তির যে কালো মেঘ তা আস্তে আস্তে সরে যাবে এমনটা আশা করা যায়।

এ চিন্তা থেকেই সেড ২০০৪ সাল থেকে আদিবাসীর সাংস্কৃতিক ভূবন বাঙালির সামনে তুলে ধরতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির মূলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের মানুষেরা নিজেরাই। এতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে খ্রীস্টান এইড এবং বাংলাদেশে তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ। সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মূল লক্ষ বাঙালিসহ বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের মিলন ঘটানো। সুনির্দিষ্ট কাজগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষেরা গত তিন বছর ধরে

বার বার একত্র হয়েছেন, নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেছেন এবং তাদের সাংস্কৃতিক দলগুলো সমতলের বিভিন্ন জেলা গিয়েছে। এ পর্যন্ত ১৭টি জাতিসত্তার ২৫টি সাংস্কৃতিক দল বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় গিয়েছে। এসব সাংস্কৃতিক দলে যেমন আছেন ছাত্র-শিক্ষক, তেমনি আছেন খেটে খাওয়া মানুষ যেমন, চা-শ্রমিক এবং কৃষক, জুমিয়া। বিশ থেকে পঁচিশ সদস্যের একটি সাংস্কৃতিক দল যখন বাঙালি অধ্যুষিত একটি জেলায় গিয়েছেন তখন তারা সেখানে সাধারণত তিনদিন থেকেছেন। এসময় তারা শুধু নাচ-গানেই সময় কাটাননি। তারা এলাকার স্কুল-কলেজের ছাত্র-শিক্ষক, এবং সাধারণ অনেক মানুষের মুখোমুখি হয়েছেন। বাঙালির নানা কৌতুহল যেমন তারা মিটিয়েছেন, তেমনি বাঙালিদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেও তারা জেনেছেন অনেক কিছু। এলাকার ঐতিহাসিক নিদর্শন, কৃষকের জ্ঞান, সাধারণ মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কে তারা যতটুকু জেনেছেন তাতেই তারা বুঝে গেছেন প্রত্যেক সংস্কৃতিই গর্ব করার মতো।

সাংস্কৃতিক কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সাংস্কৃতিক উৎসব যা ঢাকায় আয়োজন করা হয় ২০০৫ থেকে পরপর তিনবার। সাংস্কৃতিক উৎসবগুলো প্রকৃত অর্থেই আদিবাসী-বাঙালির মিলনমেলা। সাংস্কৃতিক উৎসবসমূহ একদিকে যেমন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষকে একত্র করেছে তেমনি প্রচন্ডভাবে আকর্ষণ করেছে বাঙালিকে। সংবাদমাধ্যমের আগ্রহও ছিল খুব লক্ষণীয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে আদিবাসী সংস্কৃতির এক ঝলক দেখার ও বুঝার খানিকটা সুযোগ পেয়েছেন। এতে আদিবাসীরা আরো বেশি দৃশ্যমান হয়েছেন।

আদিবাসীদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরার মধ্যেই কর্মসূচি সীমিত থাকেনি। তিন বছর ধরে নিয়মিতভাবে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, তাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার, ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার, তার জ্ঞান-প্রযুক্তির তাৎপর্য, মানবাধিকার লংঘন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা-বিশ্লেষণ-সমালোচনা হয়েছে। এসব আলোচনার ভেতর দিয়ে সবাই একমত হয়েছেন যে আদিবাসীর সংস্কৃতিকে নিজ নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাদের ভাষা রক্ষা করতে হবে। তাদের ঐতিহ্যগত সম্পত্তির অধিকারের প্রতি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি থাকতে হবে। সর্বোপরি তাদের জন্য রাজনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

সাংস্কৃতিক কর্মসূচি চলাকালে এবং গত এক দশকের বেশি সময় ধরে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের সাংস্কৃতিক ভূবন নিয়ে যেসব চিন্তাভাবনা, তথ্য-উপাত্ত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তৈরি হয়েছে তারই সংকলন এ বই। কাজেই এ বইটিকে বলা যেতে পারে আদিবাসী সংস্কৃতির জানালা যার ভেতর দিয়ে তাকালে আদিবাসী সংস্কৃতির নানা মুখ আমরা দেখব এবং বলতে পারব 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের গর্ব'।

ফিলিপ গাইন ও পার্থ শঙ্কর সাহা
সম্পাদকদ্বয়

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি

বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। দেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণের উপকূলীয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ছোট ছোট বিভিন্ন জাতিসত্তার বসবাস। সরকারি হিসাবে এসব জাতির সংখ্যা ২৭ বলা হলেও আদিবাসী এবং গবেষকরা এ সংখ্যা ৪৫ বা তারও বেশি বলে দাবি করেন। এসব জাতিসত্তার ভাষা, নৃত্য-গীত, উৎসব, লোকাচার, সাহিত্যসহ নানাবিধ সাংস্কৃতিক উপাদান বর্ণিল ও বর্ণাঢ্য। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে আদিবাসী জাতিসত্তার এসব সাংস্কৃতিক উপাদানের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। আদিবাসী জাতিসত্তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উপাদান আমাদের ঋদ্ধ করেছে।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কম জানেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সাথে এসব জাতির মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্র খুব কম। নানা আর্থ-সামাজিক চাপ এসব জাতিসত্তার মানুষকে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে প্রান্তিক অবস্থানে।

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিবেশ ও মানবাধিকার নিয়ে বিশেষত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিয়ে গবেষণাধর্মী কাজ করেছে। 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি' গ্রন্থটি সেড-এর ধারাবাহিক কার্যক্রমের ফসল। ২০০৪ সাল থেকে সেড ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি শুরু করে। গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে এই কর্মসূচির নানাবিধ কার্যক্রমের বর্ণনা রয়েছে এবং কর্মসূচি পরিচালনা করতে গিয়ে নতুন নতুন যেসব তথ্য ও উপাত্ত তৈরি হয়েছে সেগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে।

সেড

আইএসবিএন: ৯৮৪-৭০০৬৮-০০০০-০
ISBN: 984-70068-0000-0

মূল্য: ২০০ টাকা US$10